গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ১২ সংখ্যা | ১১ - ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

সর্বাত্মক ধর্মঘট বুঝিয়ে দিল

জনগণ কৃষকের পাশেই

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের ডাক দিলেন

কমরেড প্রভাস ঘোষ

৫ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক-বিরোধী কর্পোরেটের স্বার্থবাহী কালা কৃষি-আইন ও বিদ্যুৎ বিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কৃষকদের তিনটি জোটের যুক্তমঞ্চ 'সংযুক্ত কিষান মোর্চা' (SKM) ৮ ডিসেম্বর ২০২০, সারা ভারত বনধ-এর আহ্বান জানিয়েছে। সংযুক্ত কিষান মোর্চার শরিক অল ইন্ডিয়া কিষাণ সংঘর্ষ কো-অর্ডিনেশন কমিটি (এআইকেএসসিসি)-তে আমাদের কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস-ও রয়েছে। এই বনধকে আমরা সর্বাত্মক সমর্থন করছি।

এই আন্দোলনকে শুধুমাত্র কৃষক আন্দোলন হিসাবে দেখা উচিত নয়। কৃষকের এবং কৃষি উৎপাদনের স্বার্থ সরাসরি সাধারণ মানুষের স্বার্থের সাথে যুক্ত। এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত যে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার একচেটিয়া পুঁজিপতি, বৃহৎ ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট হাউসের স্বার্থরক্ষা করতে পুরোপুরি নিয়োজিত এবং তা করতেই সর্বস্তরের মানুষের উপর তারা নির্মম আক্রমণ নামিয়ে আনছে। তাই, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার কাজটি আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটাতে আমরা আঞ্চলিক স্তরে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলতে জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি এবং এই আন্দোলন পরিচালনা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বেচ্ছা-প্রণোদিত নিষ্ঠাবান যুবক ও ছাত্রদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যুক্ত হতে এবং ৮ ডিসেম্বরের বনধকে সর্বাত্মক সফল করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমরা অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিকে নির্বাচনসর্বস্ব সুবিধাবাদী নীতি পরিত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ তীব্রতর সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

ভারত বনধের দিনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উদ্যোগে এক বিশাল মিছিল শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেডে যায়। ডোরিনা ক্রসিং অবরোধ করে বিক্ষোভ চলে। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

৮ ডিসেম্বর দিনটি ভারতের ইতিহাসে লিখে গেল এক নতুন ইতিহাস। আন্দোলনরত কৃষকদের পাশে এক মানুষের মতো দাঁড়ালেন সারা ভারতের কোটি কোটি শ্রমিক, চাষি, মধ্যবিত্ত, সাধারণ মানুষ। অচল করে দিলেন কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী। কেন্দ্রের উদ্ধত সরকারের কাছে দাবি তুললেন কোনও টালবাহানা নয়, অবিলম্বে তিনটি কৃষক বিরোধী কৃষি আইন এবং জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন-২০ প্রত্যাহার করতে হবে।

এই সর্বাত্মক ভারত বনধের জন্য ওই দিন এক বিবৃতিতে জনগণকে অভিনন্দন জানান দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তিনি আশা ব্যক্ত করেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কৃষকরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। এই আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে, খেটে-খাওয়া মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই চালিয়ে যেতে সর্বত্র গণকমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সেবাদাস বিজেপি সরকার লকডাউনের সুযোগে জনবিরোধী কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ আইন দেশের মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল। তাদের এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল ২৬ নভেম্বরের সর্বাত্মক ভারত বনধে। কান দেয়নি সরকার। তাদের এই ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে কৃষক সংগঠনগুলির নেতৃত্বে দিল্লি সীমান্তে বিজেপি সরকারের পুলিশি হামলা অগ্রাহ্য করে অনমনীয় দৃঢ়তায় দিনের পর দিন অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন নানা রাজ্যের লক্ষাধিক কৃষক। গোটা দেশ থেকে হাজারে হাজারে সংগ্রামী মানুষ দলে দলে এসে সামিল হচ্ছেন এই আন্দোলনে।

সরকারের যাবতীয় মিথ্যা প্রচার অগ্রাহ্য করে আজ গোটা দেশের

দুয়ের পাতায় দেখুন

ধর্মঘটের দিন রেল অবরোধ। দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা

জনগণ কৃষকের পাশেই

দুয়ের পাতার পর

খেটে-খাওয়া মানুষই এসে দাঁড়িয়েছেন কৃষক সমাজের পাশে। সোচ্চারে গলা মিলিয়েছেন তাঁদের তোলা স্লোগানে। ৮ ডিসেম্বরের ধর্মঘটে তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে স্তব্ধ গোটা দেশ জোরালো থাপ্পড় কষিয়েছে স্বৈরাচারী, অগণতান্ত্রিক, কর্পোরেট পুঁজিপতিদের সেবাদাস এই সরকারকে। ধর্মঘট ভাঙতে চেষ্টার কসুর করেনি সরকার। কোথাও কোথাও জোর করে বাস চালিয়েছে, হুমকি দিয়েছে, পুলিশবাহিনী নামিয়ে রুখে দিতে চেয়েছে মিছিলের জনজোয়ার। গুজরাট জুড়ে জারি করেছে ১৪৪ ধারা। উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ সরকার বনধ ভাঙতে ব্যাপক পুলিশ নামায় রাজ্য জুড়ে। বিহার সরকার বিশাল পুলিশ বাহিনী নামিয়ে ব্যর্থ করতে চেয়েছে ধর্মঘট। উত্তরপ্রদেশের বদলাপুরে দলীয় দপ্তরে হামলা চালায় পুলিশ। কর্মীদের আটকে দিয়ে জৌনপুর জেলা সম্পাদক কমরেড রবিশঙ্কর মৌর্যকে গ্রেপ্তার করে। ওড়িশার কটকে ৪৫ জন এসইউসিআই(সি) কর্মী সহ ৫৫ জন বাম নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ছ'ঘন্টা আটকে রেখে তাঁদের খাবার দেওয়া দূরে থাক, জলটুকু পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করে পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গ সহ নানা রাজ্যের অ-বিজেপি সরকারগুলি আন্দোলনের এই প্রবল গতি দেখে না। আসলে তাদের হাত-পা বাঁধা। পুঁজিবাদী ভারত রাষ্ট্রের আসল মালিক একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণির সেবা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তো ক্ষমতায় বসেছে তারা। এই ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থাকে রক্ষা করার মরিয়া চেষ্টাতেই জনগণের সমস্ত ক্ষোভ উপেক্ষা করে তাদের এই নির্লজ্জ আক্রমণ।

কিন্তু আজ যখন সেই ক্ষোভ সংগঠিত আন্দোলনের রূপ পাচ্ছে, মালিক শ্রেণি আর তার সেবাদাস ভোটবাজ সরকারি দলগুলির শিরদাঁড়া বেয়ে আতঙ্কের হিমস্রোত নামছে। কারণ, তারা জানে, আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী এবং সংগঠিত হলে, তা সঠিক মার্কসবাদী বিপ্লবী রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত হলে, তার মধ্য দিয়েই জন্ম নেবে জনগণের বিপ্লবী শক্তি। আশু দাবি আদায়ের সংগ্রামের মধ্যেও এই সত্য ধরিয়ে দেওয়ার কঠিন কাজ কৃষকদের মধ্যে করে চলেছে এআইকেকেএমএস। এস ইউ সি আই (সি) সর্বশক্তি নিয়ে কৃষক আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে এই ভূমিকাই পালন করে চলেছে।

দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন, এবং ৮ ডিসেম্বরের সর্বাত্মক ধর্মঘট গণআন্দোলনের সামনে বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়ে গেল। এই ধর্মঘট দেখিয়ে দিল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা, এমপি সংখ্যার জোরের থেকে অনেক বড় জনগণের সংগঠিত আন্দোলনের শক্তি।

ধর্মঘটের দিন দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দিঘিতে মিছিল

দাবিগুলিকে সমর্থন করতে বাধ্য হলেও কর্পোরেট মালিকদের সন্তুষ্ট রাখতে বনধের বিরোধিতা করেছে। সরকারি বাস চালিয়ে জনজীবন স্বাভাবিক দেখানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। কিন্তু এত সত্ত্বেও কোনও মতেই পিছু হটানো যায়নি লড়াকু জনতাকে। পথে নেমে তারা বুঝে নিতে চেয়েছে নিজেদের অধিকার।

দেশ জুড়ে গণপ্রতিবাদের এই বন্যার পরেও নির্লজ্জ সরকার বলে চলেছে, কর্পোরেট মালিকদের স্বার্থে সর্বনাশা কৃষি আইন, বিদ্যুৎ আইন তারা বাতিল করবে লড়াকু এই কৃষক আন্দোলন এবং ধর্মঘটে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখিয়ে দিল, পচে যাওয়া এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পার্লামেন্ট আর জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না, পারে একমাত্র সংগঠিত গণআন্দোলন। দেখিয়ে দিল, বিজেপি যতই পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে থাকুক, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন তাদের প্রতি নেই। এই আন্দোলন সফল করতে দেশের সর্বস্তরের জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)।

বেলদা থেকে লোকাল ট্রেন চালানোর দাবি

বেলদা থেকে লোকাল ট্রেন চালানোর দাবিতে ফের সরব বেলদা রেলযাত্রী ও নাগরিক কল্যাণ সমিতি। ২৯ নভেম্বর সমিতির পক্ষ থেকে বেলদা স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে ছিলেন নারায়ণগড়ের বিধায়ক প্রদ্যোৎ ঘোষ ও দাঁতনের বিধায়ক বিক্রম চন্দ্র প্রধান। অবিলম্বে বেলদা থেকে লোকাল ট্রেন চালু, বেলদা কেশিয়াড়ি মোড়ে ওভারব্রিজ চালু, বেলদাকে মহকুমা ঘোষণা করার দাবিতে মিছিল হয়। অবস্থান কর্মসূচি হয় বেলদা গান্ধী পার্কে।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রবীণ সদস্য, গণদাবী প্রেসের দীর্ঘ দিনের কর্মী ও সংগঠক কমরেড তিমির সিকদার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ২০ নভেম্বর ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। গত অক্টোবর মাসের শেষ দিকে আকস্মিকভাবেই তাঁর ঘাড় ও গলার গ্ল্যাণ্ডের সমস্যার চিকিৎসাকালে ধরা পড়ে ক্যান্সার। পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা যায় তাঁর ক্যান্সার সকলের অগোচরে একেবারে শেষ স্তরে পৌঁছে গেছে।

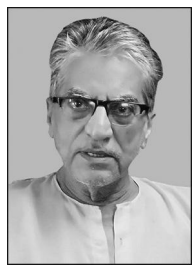

গত '৬০-এর দশকের শেষ দিকে তৎকালীন কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী আন্দোলনের প্রবল জোয়ারের সময় কমরেড তিমির সিকদার বামপন্থার প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথম দিকে তিনি সিপিএম দলের সাথে যুক্ত হলেও অচিরেই তাঁর মোহমুক্তি ঘটে। এর কিছুদিন আগে এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার অমোঘ আকর্ষণে প্রথমে তাঁর বড়দা দলের সাথে যুক্ত হন। ধীরে ধীরে তাঁর মা সহ গোটা পরিবারই দলের কর্মী-সমর্থকে পরিণত হয়। উত্তর কলকাতার আহিরিটোলা এলাকার প্রায় সমস্ত সামাজিক কাজ, ক্লাব, পুজো-কমিটি ইত্যাদিতে জড়িয়ে থাকতেন কমরেড তিমির সিকদার। এলাকার ডাকাবুকো ছেলে হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। সেই সময় ছোটোখাটো ব্যবসাও ছিল তাঁর। দলের সাথে যুক্ত হওয়ার পর কমরেড তিমির সিকদারের সাহসী নির্ভীক চরিত্র নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রাজ্যে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের পরিবেশে নেতাদের রক্ষা করার জন্য তাঁদের সাথে স্বেচ্ছাসেবক রূপে থাকার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে। এই দায়িত্ব নিয়ে কমরেড প্রতিভা মুখার্জীর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান হিসাবে ১৯৭১ সালে বীরভূমে যেতে বললে এক মুহূর্তও ইতস্তত করেননি। ১৯৭২-এর কংগ্রেসি সন্ত্রাসের সময়েও তিনি সাহসী ভূমিকা পালন করেন।

দলের নিজস্ব প্রেস তৈরির পর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড শচীন ব্যানার্জী তাঁকে বাড়ি ছেড়ে প্রেসে চলে আসতে বলেন। কমরেড তিমির সিকদার পরদিনই প্রেসে চলে আসেন। ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমৃত্যু এই প্রেসই ছিল তাঁর ঘরবাড়ি। প্রেসের ক্রমোন্নতিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কলকাতা বা অন্য জেলা থেকে আসা নেতা-কর্মীরা প্রেসে থাকলে তাঁদের দেখভাল করার দায় নিজেই নিতেন। কাজ করতে গিয়ে সাফল্যের পাশাপাশি মতবিরোধ হয়েছে। কোনও সময় আঘাতও পেয়েছেন। কিন্তু কখনওই দল অর্পিত দায়িত্ব ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবেননি।

প্রেসে থাকাকালীন এলাকার মানুষের সাথে তাঁর নিবিড় সংযোগ গড়ে উঠেছিল। নেতাজি জন্মদিবস উপলক্ষে এলাকার মানুষকে নিয়ে রক্তদান শিবির সংগঠিত করতেন। আমৃত্যু তিনি ছিলেন ওই এলাকার 'নেতাজি বার্থ ডে সেলিব্রেশন কমিটি'র সভাপতি। তাঁর মেলামেশার ধরন ছিল খুবই খোলামেলা। এর ফলে তিনি যেমন বহু সাধারণ মানুষের পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরাও হয়ে উঠেছেন দলের শুভানুধ্যায়ী। তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁর শুভানুধ্যায়ী এই সব মানুষ যে ভাবে চিকিৎসার জন্য অর্থ দিতে এগিয়ে এসেছেন, বোঝা যায় কমরেড তিমির সিকদার তাঁদের মনে কতটা স্থান নিয়ে ছিলেন। গভীর আবেগ নিয়ে ছোটদের সাথে মিশতেন। তাদের দায়-দায়িত্ব, ঝক্কি হাসিমুখে সামলাতেন, এর মধ্য দিয়ে তাঁদের বৃহৎ যৌথ পরিবারের সব ছেলেমেয়ের মনে গভীর ছাপ ফেলেছেন। একইভাবে তাঁর সংস্পর্শে আসা অনাত্মীয় পরিবারের শিশু-কিশোরদেরও আপন করে নিয়েছিলেন।

কমরেড তিমির সিকদার রাজনীতির কথাগুলি সহজ ভাষায় বলতে পারতেন। সংস্কৃতি-বোধ ছিল উচ্চমানের। তাঁর কথা বলার সোজাসাপটা ধরনে কেউ ভুল বুঝলে তিনি চেষ্টা করতেন সম্পর্ক সহজ করার। রাগারাগি হলে তা পুষে রাখতেন না।

ওই দিন দুপুরে তাঁর মরদেহ হাসপাতাল থেকে গণদাবী প্রেস হয়ে রাজ্য দপ্তরে আনা হয়। পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসুর পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেডস মানব বেরা, চিররঞ্জন চক্রবর্তী, অমিতাভ চ্যাটার্জী, অশোক সামন্ত ও কলকাতা জেলার পক্ষে কমরেড নভেন্দু পাল সহ বহু নেতা কর্মী মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। বহু স্থানীয় মানুষও শ্রদ্ধা জানান। এরপর তাঁর মরদেহ আহিরিটোলায় বাসভবনের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও মাল্যদান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর নিমতলা শ্মশানঘাটে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। কমরেড তিমির সিকদারের আকস্মিক প্রয়াণে দল হারাল এক একনিষ্ঠ কর্মীকে। এলাকার সাধারণ মানুষ হারালেন তাঁদের বৃহত্তর পরিবারের এক শুভানুধ্যায়ীকে।

কমরেড তিমির সিকদার লাল সেলাম

কৃষকদের সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই পারে কর্পোরেটপন্থী কৃষি আইন বাতিলে সরকারকে বাধ্য করতে

দেশে প্রতি সাড়ে ১২ মিনিটে যখন এক জন করে কৃষক আত্মহত্যা করে চলেছেন এবং এই ভাবে ঋণের ফাঁসে আত্মহত্যাকেই তাঁদের একমাত্র ভবিষ্যৎ ধরে নিয়ে সরকার যখন পরম নিশ্চিন্তে গোটা কৃষিক্ষেত্রটাকেই আম্বানি-আদানিদের মতো কর্পোরেট পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিতে কৃষি আইনটাই বদলে ফেলল, তখন কৃষকদের আর পিছনোর জায়গা থাকল না, পিঠ ঠেকল দেওয়ালে। এই অবস্থায় দাঁতে দাঁত চেপে বুক চিতিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন দেশের কৃষকরা। সে দাঁড়ানো যে কী, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে একচেটিয়া পুঁজির রাজনৈতিক ম্যানেজার, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বৈঠকে বসছেন মন্ত্রীরা, বিজেপির তাবড় সব নেতারা। কিন্তু হায়, সরকার শর্ত দেবে কি, শর্ত যে দিচ্ছে কৃষকরাই! এবং একমাত্র শর্ত— কোনও জোড়াতালির সংস্কার নয়, জনবিরোধী কৃষি আইন সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে।

দেশের আমজনতা যখন করোনা অতিমারিতে বিধ্বস্ত, গ্রামীণ কৃষক-খেতমজুর যখন সপরিবারে অনাহারের যন্ত্রণায় ছটফট করছে, ঠিক সেই সময় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারল। দেশের গোটা কৃষি ব্যবস্থাটাকেই কৃষিপণ্যের একচেটিয়া কারবারিদের হাতে তুলে দিতে তিনটি কৃষি আইন পার্লামেন্টে পাশ করিয়ে নিল। পাশ করাল গায়ের জোরে, সম্পূর্ণ একতরফা ভাবে। যে আইনের ফল সুদূরপ্রসারী তা তৈরি ও কার্যকর করার আগে পার্লামেন্টে কোনও বিতর্কের সুযোগ দেওয়া হল না। যে কৃষকদের জীবন সুখ সাগরে ভাসানোর জন্য এই আইন বলে প্রধানমন্ত্রী সহ সব বিজেপি নেতারা ঘন ঘন ঘোষণা করছেন, সেই কৃষকদের সাথে, তাঁদের সংগঠনগুলির সাথেও কোনও আলোচনা তাঁরা করলেন না। শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে দেশের কৃষকদের উপর এই আইন চাপিয়ে দিল বিজেপি সরকার। একই ভাবে, নতুন বিদ্যুৎ আইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণ, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি এবং বিদ্যুতে কৃষকদের ভর্তুকি বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। কৃষি আইনের সাথে জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইনেরও নিঃশর্ত প্রত্যাহার দাবি করেছেন কৃষকরা।

স্বাভাবিক ভাবেই তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছে কৃষক সমাজ। পাঞ্জাবের অপেক্ষাকৃত সংগঠিত কৃষকরা শুরু থেকেই নয়া কৃষি আইনের প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমে পড়েছেন। দাবি করেছেন, নিঃশর্তে কৃষি আইন প্রত্যাহারের। লাগাতার ধরনায় বসেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের প্রতিবাদে কান দেয়নি সরকার। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে দেশজুড়ে। শুধু পাঞ্জাব নয়, গোটা উত্তর ভারত সহ সারা দেশের কৃষকরাই যোগ দেয় আন্দোলনে। গড়ে ওঠে ২৫০টি কৃষক সংগঠনের সংযুক্ত কমিটি। ২৫ সেপ্টেম্বর গ্রামীণ ভারত বনধের ডাক দেয় তারা এবং তা অভূতপূর্ব ভাবে সফল হয়। এরপরও যখন সরকার চোখ-কান বন্ধ করে থাকল তখন কৃষকদের সংযুক্ত কমিটি ২৬-২৭ নভেম্বর পার্লামেন্ট অভিযানের ডাক দেয়। কিন্তু বিজেপি সরকার দিল্লির পথে রাজ্যে রাজ্যেই তাঁদের আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে। জল কামান চালায়, লাঠিচার্জ করে, রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড করে দেয়। কিন্তু সব বাধা তুচ্ছ করে হাজার হাজার কৃষক পৌঁছে যায় রাজধানীর দোরগোড়ায়। সেখানে বিশাল পুলিশ বাহিনী আরও বড় ব্যারিকেড করলে কৃষকরা দিল্লি ঢোকার সমস্ত রাজপথ আটকে বসে যায়। আরও হাজার হাজার কৃষক আন্দোলনে যোগ দিতে থাকেন। প্রায় চল্লিশ হাজার মহিলা কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন। কৃষকদের উপর বিজেপি সরকারের দমন নীতির প্রতিবাদে অনেক খ্যাতনামা মানুষ সরকারি খেতাব প্রত্যাখান করেন। রাজ্যে রাজ্যে আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসে বিভিন্ন সংগঠন এবং সাধারণ মানুষ। ছাত্র-যুব-মহিলা-শ্রমিক সংগঠনগুলি আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসে। এক দিকে প্রবল কৃষক বিক্ষোভের চাপ, অন্য দিকে আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করতে সরকার আইনে কতকগুলি মামুলি পরিবর্তনের আশ্বাস দেয়। কৃষকরা তীব্র ঘৃণায় তা প্রত্যাখান করে এবং সম্পূর্ণ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ৮ ডিসেম্বর ভারত বনধের ডাক দেয়।

দেখে নেওয়া যাক, কী সেই নীতি যার বিরুদ্ধে আজ সারা দেশের কৃষক সমাজ পথে নেমেছে। প্রতিবাদ প্রতিরোধের শপথ নিচ্ছে। বিজেপি সরকার কৃষি আইনে তিনটি সংশোধন করেছে— প্রথমটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধনী) আইন। এই আইনের বলে যে কোনও বহুজাতিক কোম্পানি বা ব্যবসায়ী কৃষিপণ্য কিনে যত খুশি মজুত করে রাখতে পারবে। দ্বিতীয়টি কৃষকদের (ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা) দামের আশ্বাস ও খামার পরিষেবা চুক্তি আইন। এই আইনের বলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি চুক্তিচাষের মাধ্যমে যে কোনও পণ্য কৃষকদের দিয়ে উৎপাদন করিয়ে নিতে পারবে। তৃতীয়টি, কৃষকের উৎপাদিত, কারবার ও বাণিজ্য (উন্নয়ন ও সুবিধা) আইন। এই আইনের বলে রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত রেগুলেটেড মার্কেট বা মান্ডির বাইরেও কৃষকরা যে কোনও ব্যবসায়ী বা বাণিজ্য সংস্থার কাছে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারবে। সংক্ষেপে এই হল এই তিনটি আইনের মর্মবস্তু।

আইন কার স্বার্থে

বিজেপির মন্ত্রীরা বলছেন, এতদিন কৃষকরা ফড়েদের হাতে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছিল, এখন এই আইন বলে তাঁরা 'যে দাম চায় সেই দামেই দেশের যে কোনও প্রান্তে তাদের কৃষিপণ্য বিক্রি করতে পারবে।' কৃষকরা যে দাম চায় সে দাম তাদের কে দেবে? সরকার? স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ ছিল— ফসলের উৎপাদন খরচের দেড়গুণ দাম ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হিসাবে নির্ধারণ করা। এতদিন যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সরকার ঘোষণা করত, তাতে কি সরকার এই সুপারিশ মেনেছিল? নানা অছিলায় সবসময় তা তারা এড়িয়ে গেছে। নতুন আইনে তো সরকার কৃষিক্ষেত্র থেকেই পুরোপুরি হাত তুলে নিয়েছে এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কথাটাই আইনে কোথাও রাখেনি। প্রতি বছর কৃষির খরচ লাফিয়ে বাড়ছে। সার, বীজ, কীটনাশক, বিদ্যুৎ, ডিজেলের দাম পুঁজিপতিরা ইচ্ছামতো বাড়িয়ে চলেছে। দেশের কৃষকদের ৮৬ শতাংশই ক্ষুদ্র কিংবা প্রান্তিক চাষি। একটা অংশ ভাগচাষি, যাদের নিজেদের জমি নেই। ফলে বেশির ভাগ চাষিরই ক্ষমতা নেই চাষের এই বিপুল খরচ বহন করার। তাদের এই খরচ মেটানোর জন্য ঋণ করতে হয়। নানা

চারের পাতায় দেখুন

কৃষি আইনের সর্বনাশা কয়েকটি দিক

১) আইনটি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করার আগে দেশের সমস্ত কৃষক সংগঠন ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করা হয়নি। অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

২) কৃষকদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের উল্লেখ নেই।

৩) মজুতদারিকে আইনসম্মত করা হয়েছে। এর ফলে বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে মজুতদার-কালোবাজারিরা দাম বাড়াবে।

৪) কোনও পণ্যের দাম আকাশছোঁয়া হলেও সরকার হস্তক্ষেপ করবে না।

৫) চুক্তির উপর রাজ্যের নিজস্ব আইন বা আদেশের কোনও প্রভাব থাকবে না। কৃষির বাজার ও বাণিজ্যিকীকরণের ক্ষেত্র সমস্তটাই কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছেমতো চলবে।

৬) দেশের আদালত তথা মূল বিচার ব্যবস্থার কোনও ভূমিকা নেই। অ্যাপিলেট অথরিটির নিচের স্তরে থাকবেন মহকুমা শাসক, তার উপর থাকবেন জেলাশাসক।

৭) কেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি প্রশাসনিক যোগাযোগ থাকবে জেলাশাসক ও মহকুমা শাসকদের, রাজ্য প্রশাসন থাকবে নীরব দর্শক।

৮) নিরক্ষর, প্রায় নিরক্ষর, স্বল্প শিক্ষিত চাষির পক্ষে তো বটেই, উচ্চশিক্ষিত আইনজ্ঞ নন, এমন মানুষের পক্ষেও চুক্তি মুসাবিদা করা, চুক্তিতে উল্লিখিত শর্ত ও ধারাগুলি বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। সংস্থার পক্ষে আইনজ্ঞ নিয়োগ সম্ভব। কিন্তু চাষির সেই সাহায্য প্রয়োজন হলেও সামর্থ্যে কুলোবে না। ফলে চুক্তিচাষজনিত বিবাদের মীমাংসায় চাষিরা ন্যায় বিচার পাবে না।

৯) ভারতে কৃষি এখনও অনেকাংশে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। বন্যা, খরা, কীটের উৎপাত কিংবা পতঙ্গের হামলায় ফসল যদি মাঠেই নষ্ট হয়, তখন কৃষককে চুক্তিভঙ্গকারী বলার সম্ভাবনা থাকছে।

১০) বিচারে চুক্তিভঙ্গকারী সাব্যস্ত হলে ফসল হারানো কৃষক ক্ষতিপূরণ দেবে কোথা থেকে?

১১) চাষি ও ক্রেতা সংস্থা উভয়ের তরফেই বিমা প্রয়োজন হবে। এইসব বাবদ ব্যয় হবে যেমন বাণিজ্যিক ক্রেতার, তেমনই চাষির। এই ব্যয় নিশ্চয়ই ফসলের দামে যুক্ত হবে এবং বাজারে ফসলের দাম বাড়াবে।

১২) চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠলে বিচারে আইনজ্ঞের সাহায্য লাগবে। অর্থবলে বলীয়ান বাণিজ্যিক সংস্থা বিচারব্যবস্থাকে প্রভাবিত করবে। ফলে চাষি ন্যায় বিচার পাবে না।

১৩) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি ৮৬ শতাংশ। তাদের হাতে জমি ৪৭ শতাংশ। ১৪ শতাংশ চাষির হাতে আছে বাকি ৫৩ শতাংশ জমি। এই ৮৬ শতাংশ চাষি, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক এবং এঁরাই দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এঁদের কী পরিণতি হবে?

১৪) যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধি এবং মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই সরকার মজুতদারি এবং দাম নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করবে বলেছে। আজ মূল্যবৃদ্ধি অস্বাভাবিক হলেও হস্তক্ষেপ করছে কোথায়?

১৫) স্বয়ং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী করোনার তাণ্ডবকে আখ্যা দিয়েছেন 'দৈব দুর্বিপাক'। এটা কি অনন্যসাধারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়?

১৬) আইনের কোনও না কোনও ফাঁকে ঋণগ্রস্ত অসহায় কৃষকের জমি এই কর্পোরেট সংস্থাগুলিও কুক্ষিগত করবে।

১৭) এই আইনের ফলে ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়বে। মুষ্টিমেয়ের জোতের পরিমাণ বাড়বে। অসংখ্য ছোট চাষির সঙ্গে চুক্তি করার চেয়ে অল্প সংখ্যক বড় চাষির সঙ্গে চুক্তি করলে পরিশ্রম কমে, খরচ কমে, মুনাফা বাড়ে। আইন কর্পোরেটদের সেই সুবিধা করে দেবে।

১৮) ভারতে কৃষি উৎপাদন উদ্বৃত্ত। তা সত্ত্বেও দেশে এখনও সাতাশ কোটি ক্ষুধার্ত। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের নিরিখে ক্ষুধা সমস্যার সমাধানে ১১৭ দেশের মধ্যে ভারত ১০৩ নম্বর দেশ। উদ্বৃত্ত শস্য ক্ষুধা-সমস্যা সমাধানে ব্যবহারের কোনও দিশা নেই।

১৯) দেশে মাথাপিছু খাদ্যশস্যপ্রাপ্তির নিরিখে ১৯৪৮ সালের তুলনায় বর্তমানে কোনও অগ্রগতি ঘটেনি, বরং ১৯৯১ সালের তুলনায় মাথাপিছু খাদ্যশস্যপ্রাপ্তি কমেছে।

২০) সাধারণ মানুষের পুষ্টির তিন-চতুর্থাংশ আসে চাল-গম-বাজরা ইত্যাদি খাদ্যশস্য ও বিভিন্ন ডাল থেকে। সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের এই আইনে আর অত্যাবশ্যক নয়।

ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় এআইকেকেএমএস

'আমাদের তো এমনিই আত্মহত্যা করতে হবে, নতুন করে করোনাতে ভয়ের কী আছে! আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব' — দৃপ্ত ভঙ্গিতে বললেন গুরুবক্স সিং, সুরেশ যাদবেরা। সাড়া ফেলে দেওয়া দিল্লির কৃষক আন্দোলনে এঁরাও এসেছেন লক্ষ লক্ষ কৃষকের মতো দাবি আদায়ের দৃঢ় মনোবল নিয়ে। ঘরবাড়ি, খেতখামার সমস্ত কিছু ছেড়ে তারা পণ করেছেন, যদি মাসের পর মাস অবরোধ করতে হয় তো 'সে ভি আচ্ছা'। কিন্তু সরকারকে কৃষক মারা তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করতেই হবে। শুধু পাঞ্জাব, হরিয়ানা নয়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার থেকেও এসেছেন কৃষকরা।

এই প্রত্যয়ের কাছে হার মেনেছে রাষ্ট্রের দমনপীড়নের শক্তি পুলিশ-প্রশাসন। তারা করোনা সংক্রমণের অজুহাত তুলে কৃষকদের দিল্লিতে ঢুকতে বাধা দিয়েছে। লাঠি-জলকামান-টিয়ারগ্যাস চালিয়ে, ভারি ভারি ট্রাক দিয়ে ব্যারিকেড করেও কৃষকদের অটুট মনোবলে এতটুকু চিড় ধরাতে পারেনি। প্রবল শীত উপেক্ষা করে রাজধানী দিল্লির চার সীমান্তে লক্ষ লক্ষ কৃষক বৃদ্ধ-যুবক নির্বিশেষে 'দিল্লি চলো' অভিযানে সামিল হয়েছেন। আন্দোলনে সামিল বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা একযোগে বিজেপি সরকারকে জানিয়েছে, 'আমাদের ভাল করতে হবে না। আপনারা শুধু এই তিনটি কালা কানুন প্রত্যাহার করুন।'

দেশের বেশিরভাগ কৃষক সংগঠন এই আন্দোলনে সামিল। তিনটি বৃহৎ কৃষক জোটকে নিয়ে গড়ে উঠেছে সংযুক্ত কিষান মোর্চা (এসকেএম)। এই মোর্চার শরিক এ আই কে এস সি সি, যার অন্যতম শরিক অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠন (এআইকেকেএমএস) সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি সরকারের কৃষক মারা নীতির বিরুদ্ধে, আন্দোলন সংগঠিত করছে দেশ জুড়ে। ২৬ নভেম্বর থেকে চলা এই কৃষক বিক্ষোভের ফলে সরকার বাধ্য হয়েছে দফায় দফায় কৃষক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করতে। কিন্তু মালিক শ্রেণির সেবায় নিয়োজিত সরকার কৃষকদের বক্তব্যের কোনও মূল্যই দেয়নি।

লকডাউনের সুযোগ নিয়ে কৃষিতে লুঠেরা বহুজাতিক পুঁজির প্রবেশ-দ্বার খুলে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক বিরোধী এই তিনটি আইন এবং জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন-২০২০ যখন পাশ করল তখন থেকেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এআইকেকেএমএস। কেকেএমএস সরকারের তিনটি কালা কৃষি কানুনের আসল চেহারা তুলে ধরে সাধারণ কৃষিজীবী মানুষকে নিয়ে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে।

আন্দোলনরত নানা রাজ্যের কৃষক সংগঠনগুলির সর্বভারতীয় সংগঠন এআইকেএসসিসি-র ওয়ার্কিং কমিটিতে রয়েছেন কেকেএমএস-এর প্রতিনিধিরা। ২৫ সেপ্টেম্বর এআইকেএসসিসি যখন কালা কানুনের প্রতিবাদে গ্রামীণ ভারত বনধের ডাক দেয়, কেকেএমএস সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ১৪টি রাজ্যে ৩ হাজারেরও বেশি গ্রামে প্রচার করেন সংগঠনের সদস্যরা, ২ হাজারের বেশি জায়গায় রাস্তা অবরোধ করেন, সভা করেন অসংখ্য। আইনের প্রতিলিপি পোড়ানো হয় হাজার হাজার। কালা কানুনগুলির বিরুদ্ধে ১৪ অক্টোবর সারা ভারত কিষান প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেয় এআইকেকেএমএস। এ দিন রাস্তা রোকো, রেল অবরোধ, ব্লক অফিস

দিল্লির কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে এআইকেকেএমএস-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে কলকাতায় মিছিল। ৩ ডিসেম্বর।

সাতের পাতায় দেখুন

আন্দোলনই পারে কৃষি আইন বাতিল করতে

তিনের পাতার পর

প্রশাসনিক জটিলতা, সরকার এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের জনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এই ছোট চাষিদের বেশির ভাগই ব্যাঙ্কঋণ পায় না। তাদের ঋণ নিতে হয় মহাজনদের থেকে। সেই ঋণের সুদ অকল্পনীয় রকমের চড়া, কখনও দেড়শো থেকে দুশো শতাংশ পর্যন্ত।

প্রধানমন্ত্রী কিংবা বিজেপির যে-সব নেতা-মন্ত্রী নতুন কৃষি আইনকে কৃষকের স্বার্থরক্ষার আইন বলছেন, তাঁদের প্রথম এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে যে, নতুন আইনে কৃষির অস্বাভাবিক রকমের বেশি খরচ কমানোর কী ব্যবস্থা রয়েছে? বীজ, সার, কীটনাশক, বিদ্যুৎ এবং তেলের কোম্পানিগুলি যে গরিব চাষির ঘাম-রক্ত শুষে নেয়, রয়েছে নাকি নতুন আইনে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা? নতুন আইনে কি ক্ষুদ্র চাষি, ভাগচাষি, মধ্যচাষিদের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে বিনা সুদে কিংবা নামমাত্র সুদে ঋণের ব্যবস্থার কথা রয়েছে? বেসরকারি তথা মহাজনী ঋণের কারবার আর চালানো যাবে না— এ কথা কি বলা রয়েছে? নতুন আইনে কি বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অর্থাৎ খরা, বন্যা, কীটের উৎপাতে যদি ফসল নষ্ট হয়ে যায় তবে সরকার সেই ক্ষতি পূরণ করে দেবে? বলা হয়েছে কি যে, চাষির খরচ হিসাব করে ন্যায্য তথা লাভজনক দাম সরকার বেঁধে দেবে এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলি সেই দামে তা কিনতে বাধ্য থাকবে? আইনের উদ্দেশ্য যদি কৃষককে লাভজনক দাম পাইয়ে দেওয়া হয়, তবে আইনে এই সব বিষয়ের উল্লেখ মাত্র নেই কেন? তবে কি চাষিদের চাওয়া দাম দেবে রিলায়েন্স, আদানি, পেপসিকোর মতো বহুজাতিক কোম্পানিগুলি? শুনলে বোধহয় ঘোড়াতেও হাসবে। অন্ধ না হলে এবং যুক্তির মূল্য দিলে কোনও বিজেপি নেতাও কি এ কথা বিশ্বাস করবেন? নতুন কৃষি আইনে কোথাও কৃষকের ন্যায্য দাম পাওয়ার কথাটি উল্লেখই করা হয়নি। এই না থাকাটা নিশ্চয় অনিচ্ছাকৃত নয়।

বাস্তব বলছে, নতুন কৃষি আইনে কৃষকের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির কোনওটিরই উল্লেখমাত্র নেই। নেই সমাধানের কোনও দিকনির্দেশ। তা হলে, এই সমস্যাগুলিকে জিইয়ে রেখে কী ভাবে কৃষকদের মঙ্গলের কথা ভেবেছেন বিজেপি নেতারা?

শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সময় সরকার প্রথমে সরকারি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করেছিল। এ ক্ষেত্রেও ঠিক একই উদ্দেশ্য সরকারের। সরকারি পরিচালনায় কৃষিপণ্যের যতটুকু দাম পাওয়ার ব্যবস্থা এখনও আছে তাকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে সরকার। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের পরিচালনায় এ দেশে বড় বড় নিয়ন্ত্রিত বাজার বা মান্ডির সংখ্যা ২৪৭৭ এবং ছোট মান্ডির সংখ্যা ৪৮৪৩টি। কৃষকরা এই সব বাজারে কৃষিপণ্য নিয়ে যায় এবং সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রি করে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্ট ছাড়া কোনও ব্যবসাদার কিংবা খাদ্যপণ্যের বৃহৎ ব্যবসায়ী এখানে চাষির কাছ থেকে কৃষিপণ্য কিনতে পারে না। এর ফলে কৃষক সরকারি সহায়ক মূল্যে তার পণ্য বিক্রি করতে পারে। যদিও এর মধ্যে প্রচুর দুর্নীতি হয় এবং তার বিরুদ্ধে কৃষকদের লড়াই করতে হয়। তবুও সরকারের তত্ত্বাবধানে বিপুল পরিমাণ কৃষিপণ্য এই সব মান্ডিতে বেচাকেনা হয়। তাই এই মান্ডি বা নিয়ন্ত্রিত বাজার কৃষকদের কিছুটা হলেও দাম পেতে সাহায্য করে।

এখন কী হবে? মান্ডির বাইরে যথেচ্ছ কৃষিপণ্য কেনার অধিকার থাকায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিপুল পুঁজি নিয়ে ময়দানে নামবে, প্রয়োজন হলে প্রথম দিকে মান্ডির থেকে কিছুটা বেশি দাম দেবে এবং শেষ পর্যন্ত এই সব মান্ডিগুলোকে ধ্বংস করে দেবে। আর সরকার তো এই সব বহুজাতিক পুঁজির ক্রীতদাস। তারা এই প্রক্রিয়া সফল করতে পুঁজিপতিদের সাহায্য করবে। সরকার ইতিমধ্যে মান্ডিগুলোকে হীনবল করে ফেলবে, ঠিক মতো অর্থবরাদ্দ করবে না, সেখানে ঠিক মতো কেনাবেচা হবে না, শেষপর্যন্ত রুগ্ন হয়ে মান্ডিগুলো এক এক করে বন্ধ হতে থাকবে। তখন বহুজাতিক পুঁজির সামনে একেবারে খোলা মাঠ। কৃষকরা গিয়ে পড়বে বহুজাতিক পুঁজির খপ্পরে। কৃষকদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের প্রতিশ্রুতি আইনে কোথাও নেই। কোম্পানিগুলি যতটুকু দাম দেবে কৃষকরা সেই দামেই বিক্রি করতে বাধ্য হবে।

চুক্তিচাষ

কৃষকরা যে ফসল উৎপাদন করবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি তা-ই কিনবে, বিষয়টা এমনও নয়। তারা কিনবে তাদের পছন্দমতো জিনিস। অর্থাৎ যে জিনিসের বাজার আছে, যে জিনিস বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা ঘরে তোলা যাবে। আর এই জন্য দরকার চুক্তি চাষ। দ্বিতীয় আইনে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। চুক্তি হবে কাদের মধ্যে? বহুজাতিক কোম্পানির সাথে দুই/তিন বিঘা জমির মালিকদের। দাম ঠিক করবে কে? বহুজাতিক কোম্পানি। পণ্যের গুণমান ঠিক করবে কে? বহুজাতিক কোম্পানি। আইনে বলা হয়েছে, কৃষকের কাছ থেকে পণ্য নেওয়ার সময় তিন ভাগের দু'ভাগ দাম দিতে হবে। বাকি টাকা পণ্যের গুণমান ঠিক করার পর দিতে হবে। এখানেই রয়েছে আইনের প্যাঁচ। কোম্পানিগুলো সততার মূর্ত প্রতীক নয়। তারা বলবে তোমার পণ্য উপযুক্ত গুণমানের নয়। ফলে আর কোনও টাকা পাবে না। কী করবে কৃষক? এই সব বহুজাতিক কোম্পানির সাথে সে আইনি লড়াই করে পারবে?

চুক্তির আইন কার পক্ষে

চুক্তি চাষ সংক্রান্ত আইনে দেশের আদালত তথা মূল বিচার ব্যবস্থার কোনও ভূমিকা নেই। অ্যাপিলেট আদালতের প্রথম ধাপে থাকবেন মহকুমা শাসক, পরের ধাপে জেলাশাসক। কেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি প্রশাসনিক যোগাযোগ থাকবে জেলাশাসক ও মহকুমা শাসকদের। চুক্তির উপর রাজ্যের নিজস্ব আইন বা আদেশের কোনও প্রভাব থাকবে না। ফলে রাজ্য প্রশাসন থাকবে নীরব দর্শক। নিরক্ষর, প্রায় নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত চাষির পক্ষে তো বটেই, উচ্চশিক্ষিত আইনজ্ঞ নন, এমন মানুষের পক্ষেও চুক্তি মুসাবিদা করা, চুক্তিতে উল্লিখিত শর্ত ও ধারাগুলি বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। সংস্থার পক্ষে যেমন, তেমনই চাষির পক্ষেও আইনজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজন হবে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

সংগ্রামী কৃষকদের মাঝে চিকিৎসকরা

আন্দোলনকারী কৃষকদের চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে মেডিকেল ক্যাম্প চালাচ্ছে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার। সংগঠনের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের ইনচার্জ ডাঃ অংশুমান মিত্রের নেতৃত্বে ডাক্তার মৃদুল সরকার সহ আরও কয়েকজন কলকাতা থেকে চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে সিংঘু সীমান্তে পৌঁছান। ২ ডিসেম্বর থেকে ক্যাম্প শুরু করেন তাঁরা।

সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির ডাকে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, হরিয়ানা, ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড থেকে আরও চিকিৎসকরা পৌঁছান। চিকিৎসা শিবির আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন পাঞ্জাবের কৃষক নেতা সর্দার সদবীর সিং, দিলবর সিং এবং অল ইন্ডিয়া কিষান সংঘর্ষ কো-অর্ডিনেশন কমিটির ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও এ আই কে কে এম এস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি সত্যবান এবং বিশিষ্ট সমাজকর্মী প্রতাপ সামল। সিংঘু সীমান্তে, দিল্লি কারনাল হাইওয়েতে মূল ক্যাম্প স্থাপন করে আরও কিছু ভ্রাম্যমান মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করছেন তাঁরা। ডাঃ মিত্র জানিয়েছেন, ১৫ কিলোমিটার

এলাকা জুড়ে কৃষকরা রয়েছেন, সেখানে সাধ্যমতো চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তিনি জানান ঠাণ্ডার জন্য আন্দোলনকারীদের অ্যালার্জি, শ্বাসকষ্ট, চোখ ও ত্বকের নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। গত দু'দিন ধরে জলের সমস্যাও দেখা যাচ্ছে। বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং মানুষ নানা দিক থেকে আন্দোলনকারী কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, যা খুবই অনুপ্রেরণার।

সমস্ত কৃষকদের কৃষক বন্ধু প্রকল্পের সুযোগ দেওয়ার দাবি

'দুয়ারে সরকার' নিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৪ ডিসেম্বর বেশ কিছু বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্প্রতি ঘোষিত দুয়ারে সরকার প্রকল্পের কৃষক বন্ধু প্রকল্পে বলা হয়েছে, চাষ জমির পর্চা/বর্গারেকর্ড/পাট্টা/বন পাট্টা যে চাষিদের আছে তাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। যে মানুষরা ঘোষিত সরকারি ক্যাম্পে যাচ্ছেন তাঁদের বলা হচ্ছে পাট্টার এলআর রেকর্ডের পর্চা না থাকলে উক্ত প্রকল্পে আবেদন করতে পারবেন না। অথচ বিএলঅ্যান্ডএলআরও অফিস প্রতিটি ব্লকে হাজার হাজার পাট্টাদারদের নাম এলআর রেকর্ড করেননি। যেমন, কুলতলি ব্লকে ৩৫০০-র বেশি পাট্টাদার বহুবার দরখাস্ত করেও নাম এলআর রেকর্ড করাতে পারেননি। কেবল যাঁরা পাট্টাদার তাঁরা যদি আবেদন করতে না পারেন তাহলে কয়েক লক্ষ পাট্টাদার সরকার ঘোষিত কৃষকবন্ধু প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হবেন। এই অবস্থা অন্য ব্লকগুলিতেও সত্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ঘোষিত প্রকল্পের সুবিধা যাতে সবাই পান তার ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সম্পাদক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান।

দেশ জুড়ে ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া

ধর্মঘটের দিন হরিয়ানা-দিল্লির টিকারি বর্ডার

ভুবনেশ্বর, ওড়িশা

গাড়ওয়াল, উত্তরাখণ্ড

জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড

অশোকনগর, মধ্যপ্রদেশ

বিজয়ওয়াড়া, অন্ধ্রপ্রদেশ

জেলায় জেলায় সর্বাত্মক ধর্মঘটে রেল, রাস্তা অবরোধ

বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

মুরারই, বীরভূম

হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

কুলতলি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সংগঠিত আন্দোলনই পারে কৃষি আইন বাতিল করতে

চারের পাতার পর

চুক্তি-অভিযোগ-বিচারেও আইনজ্ঞের সাহায্য লাগবে। গরিব কৃষক কি পারবে কোম্পানিগুলির সাথে আইনি লড়াই লড়তে? অর্থবলে বলীয়ান বাণিজ্যিক সংস্থা কি বিচারব্যবস্থাকে প্রভাবিত করবে না? বিচারে যদি কৃষক চুক্তিভঙ্গকারী সাব্যস্ত হয় ক্ষতিপূরণ দেবে কোথা থেকে? ভারতে কৃষি এখনও অনেকাংশে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। বন্যা, খরা, কীটের উৎপাত কিংবা পতঙ্গের হামলায় ফসল যদি মাঠেই নষ্ট হয়, কৃষক কী করবে? আইনের কোনও না কোনও ফাঁকে ঋণগ্রস্ত অসহায় কৃষকের জমি এই কর্পোরেট সংস্থাগুলি দখল করবে। ফলে নয়া আইন কার্যকর হলে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে কৃষকের পথে বসা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না। যে সব দেশে চুক্তিচাষ জোর কদমে চালু হয়েছে, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, আফ্রিকার ঘানা, মালি, জাইরে, সুদান, ইথিওপিয়া, জাম্বিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার পানামা, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস এমনকি ব্রাজিল ইত্যাদির অভিজ্ঞতা এ কথাই বলে।

শুধু চাষি নয়, ক্রেতারাও শিকার হবে

এই ভাবে সমস্ত কৃষিজ দ্রব্যের উপর বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর ওরা কী করবে? ওরা কৃষকের কাছ থেকে জলের দরে কৃষিপণ্য কিনবে এবং বিশালাকার সব হিমঘর এবং গুদাম তৈরি করে সেখানে মজুত করবে। তারপর ইচ্ছামতো বাজারে মালের জোগান কমিয়ে দিয়ে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে চড়া দামে তা সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করবে। এই ভাবে চাষি থেকে ক্রেতা সকলেই শোষিত হবে, আর মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলবে কোম্পানিগুলো। নতুন আইনে এই ব্যবস্থাই পাকা করা হয়েছে।

বেসরকারিকরণ করে বহুজাতিক পুঁজির হাতে শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ অন্যান্য ক্ষেত্র তুলে দেওয়ার বিষময় ফল কী, তা আমরা সবাই জানি। এই সব এখন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। পুঁজিপতিদের কাছে এ ছাড়া অন্য কিছু আশা করা যায় না। মুনাফা ছাড়া এই দুর্বৃত্ত পুঁজিবাদ আর কিছু বোঝে না। এদের হাতে যদি চাল গম ডাল তৈলবীজ আলু সব্জি ফল দুধ হাঁস মুরগি ছাগল শুয়োর মাছ পাট তুলো পশুখাদ্য ইত্যাদির একচেটিয়া অধিকার চলে যায় তা হলে জনজীবনে যে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নেমে আসবে, তা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই নেই।

আন্দোলনই মুক্তির একমাত্র রাস্তা

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার জনজীবনে এই সর্বনাশ নামিয়ে আনছে, নামিয়ে আনছে পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের পথ অনুসরণ করে, তাকে আরও বীভৎস রূপে কার্যকর করে। এই অবস্থায় সংগঠিত কৃষক আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনে সমাজের সব অংশের মানুষের সহায়তাই পারে এই আইন প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করতে। এ কথা বুঝেছেন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া ভারতের কৃষক সমাজ। তাই তাঁরা আজ দলে দলে সামিল হয়েছেন দিল্লি অভিযানে। পুলিশের লাঠি, জলকামান, টিয়ার গ্যাসের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছেন লক্ষ লক্ষ কৃষক। দাবি তুলেছেন, কোনও কথা শুনতে চাই না, সর্বনাশা কৃষি আইন এই মুহূর্তে বাতিল করো। এই দাবিতে গলা মেলাতে হবে সারা দেশের মানুষকে এটাই সময়ের আহ্বান।

সক্রিয় এআইকেকেএমএস

চারের পাতার পর

অবরোধ করেন সংগঠনের সদস্যরা। জনসভা, পথসভা, গ্রুপ মিটিং, গ্রামে গ্রামে কিষান কমিটি গড়ে তোলে কেকেএমএস। কৃষিনীতির ভয়াবহ দিকগুলি তুলে ধরে নানা ভাষায় প্রচার পুস্তিকা, লিফলেট বের করে অসংখ্য কৃষিজীবী মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সংগঠন পরিচালিত অনলাইন আলোচনা সভায় কয়েক লক্ষ মানুষ এই নীতিগুলির ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত হন।

এই আন্দোলনের বিস্তারে ২৬ নভেম্বরের ধর্মঘট একটা মাইল ফলক। এ দিন বিজেপি সরকারের নানা জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১০টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন যে ভারত বনধের ডাক দিয়েছিল, তাতে কৃষক স্বার্থবিরোধী কৃষিনীতি প্রত্যাহারের দাবি যুক্ত থাকায় কেকেএমএস এই বনধকে সমর্থন জানায়। বনধের সমর্থনে নানা জায়গায় সভা করে। ১৪টি রাজ্যে বনধ সফল করতে পথে নামে সংগঠনের সদস্যরা। হাজার হাজার গ্রামে কৃষকদের সংগঠিত করে কৃষক বিরোধী কৃষিনীতির প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। এস ইউ সি আই (সি) দল ও তার বিভিন্ন গণসংগঠনও পথে নামে।

কৃষক আন্দোলনের তীব্রতা দেখে ধূর্ত বিজেপি সরকার বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে— কৃষকদের ভালোর জন্যই নাকি তারা এই আইনগুলি নিয়ে এসেছে। প্রবাদ আছে, নিজের ভাল পাগলেও বোঝে। কৃষকরা নাকি নিজেদের ভাল বুঝতে পারছে না, সরকার তাদের ভাল করতে উঠেপড়ে লেগেছে! কৃষকরা পাল্টা প্রশ্ন তুলছে, নোট বাতিল, জিএসটি সবই মানুষের ভালর জন্য করা হয়েছে বলে সরকার প্রচার করেছিল। কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের ক্ষতি বই লাভ হয়নি। কৃষকরা বুঝেছেন এসব ধাপ্পা। কর্পোরেট মালিক আম্বানি-আদানিদের স্বার্থে তৈরি কৃষি আইনে কৃষকদের ভাল করার ঘোষণা নির্ভেজাল প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। বিভ্রান্তি বাড়াতে সরকার আরও প্রচার করছে যে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) তারা তুলে নেয়নি। যদি নাই তুলে দেবে তাহলে তার উল্লেখ আইনের কোথাও নেই কেন?

২৭ নভেম্বর থেকে কৃষক সংগঠনগুলির আহ্বানে 'দিল্লি চলো' অভিযান সফল করতে সাধ্যমতো ভূমিকা নেয় কেকেএমএস। দিল্লির আশপাশ থেকে কৃষকদের নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সংগঠন সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি, এ আই কে এস সি সি-র ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান আন্দোলন মঞ্চে বলেন, এ আন্দোলন শুধু কৃষকদের নয়, সমস্ত দেশবাসীর। তিনি বলেছেন, আন্দোলন ছাড়া দাবি আদায় করার আর কোনও পথ নেই। ভগৎ সিং-রা যেমন স্বাধীনতার লড়াই করেছিলেন আমৃত্যু, এই আন্দোলনও তেমন দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত চালাতে হবে।

কৃষক বিরোধী ও জনবিরোধী কৃষি নীতির প্রতিবাদে রাজ্যে রাজ্যে কেকেএমএস আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু — ১৪টি রাজ্যে বিক্ষোভ সভা, মিছিল সহ নানা কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে। তেলেঙ্গানা-কেরালাতেও আন্দোলন হয়েছে সংগঠনের উদ্যোগে। ২৬ নভেম্বর ধর্মঘটের আগেই কেকেএমএস হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়করণ মান্ডৌথি সহ কৃষক নেতাদের গ্রেপ্তার করে কয়েকদিন জেলে আটকে রাখে রাজ্যের বিজেপি সরকারের পুলিশ। কৃষকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। একদিকে জনবিরোধী কৃষি নীতি, অন্যদিকে পুলিশের দমন পীড়ন— মানুষের বিক্ষোভে ঘৃতাহুতি দেয়। আন্দোলনের ঢেউ নতুন নতুন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ধূর্ত বিজেপি প্রশ্ন তোলে, তাহলে কি আগের কৃষিনীতি ভাল ছিল? কৃষকরা জোরের সাথে বলছেন, না। কংগ্রেস আমলের কৃষিনীতিতেই কৃষকরা আধমরা হয়েছিল, বিজেপি সরকারের করা নয়া কৃষি আইনে কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে পুরোপুরি মারা পড়বে।

বিভ্রান্তি ছড়াতে বিজেপি সরকার নানা কৌশল নিচ্ছে। কখনও এই আন্দোলনকে খালিস্তানি আন্দোলন বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কখনও বলছে, এটা ধনী কৃষকদের আন্দোলন। অথচ রিপোর্ট বলছে, দেশের ৮৬ শতাংশই ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষি। ধনী কৃষক কজন? বৃহৎ পুঁজির আক্রমণ থেকে বাঁচতে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল চাষিরাও আন্দোলনে আসবেন এটাই স্বাভাবিক। দুরাত্মার ছলের অভাব নেই। তাই কখনও ধুয়া তুলছে, বিদেশ থেকে টাকা আসছে আন্দোলনে, উস্কানি দিচ্ছে। কৃষকরা এর জবাব দিয়েছেন দৃঢ়তার সাথে। বলেছেন, কোনও জনআন্দোলনে অর্থের অভাব হয় না। সমস্ত মানুষ আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন করছেন, তারা অর্থ সাহায্যও দিচ্ছেন।

অনেক অসৎ উপায় অবলম্বন করেও আন্দোলনের তীব্রতাকে এতটুকু দমাতে পারেনি বিজেপি সরকার। ৩ ডিসেম্বর কিষাণ সংহতি দিবস পালিত হয় দেশজুড়ে। কলকাতায় ওই দিন কেকেএমএসের মিছিলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ। ওই দিন বিজয়ওয়াড়ায় কেকেএমএসের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড বি এস অমরনাথকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনের দমন-পীড়ন যতই বাড়ছে, ততই বেশি বেশি করে কৃষকরা 'হয় জিতব, না হয় মরব' শপথ নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও, যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও, মহিলা সংগঠন এ আই এম এস এস সংহতি সপ্তাহ পালন করে আন্দোলন বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সর্বশক্তি নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি। দেশের বিশিষ্ট মানুষেরা এমনকি বিদেশ থেকেও কৃষকদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি বার্তা দিয়েছেন বহু জন। সরকারের দেওয়া খেতাব-পদক ফিরিয়ে দিচ্ছেন বহু গুণীজন। আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

সরকার কৃষি আইন সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছিল, তা নস্যাৎ করে কৃষক নেতারা জানিয়েছেন, এই তিনটি জনবিরোধী আইন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। কৃষক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা (এসকেএম) ৮ ডিসেম্বর ভারত বনধের ডাক দিয়েছে। এই ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন শাসকের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে। কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং তার প্রতি জনসমর্থন দেখে পুঁজিপতি আম্বানি-আদানিদের সেবক বিজেপি সরকার প্রমাদ গুনছে।

সংগ্রামী অভিনন্দন
এ আই কে কে এম এস-এর

অল ইন্ডিয়া কিষান খেত মজদুর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শংকর ঘোষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন,

৮ ডিসেম্বর, কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের কৃষক বিরোধী কালা কানুন প্রতিরোধে কৃষক সংগঠনগুলি আহূত ভারত বনধকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য আমরা দেশের লড়াকু কৃষক সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা আশা করি সর্বাত্মক এই সফল ধর্মঘট থেকে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং জনমতের যথার্থ মূল্য দিয়ে অবিলম্বে তিনটি কৃষক বিরোধী কালাকানুন সহ বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার করবে।

জীবনাবসান

৯ নভেম্বর রাতে কমরেড অলোক নস্কর কিডনি সহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। কমরেড অলোক নস্কর দক্ষিণ ২৪-পরগণায় দলের কুমড়োপাড়া সাংগঠনিক লোকাল কমিটির সম্পাদক এবং রায়দিঘি হকার্স ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন।

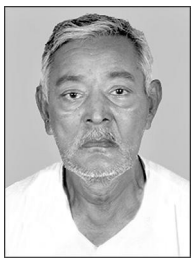

কমরেড নস্কর ৬০ দশকের শেষের দিকে কলকাতায় আশুতোষ কলেজে পড়ার সময় ডি এস ও-র মাধ্যমে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং ধীরে ধীরে এস ইউ সি আই (সি) দলের একজন কর্মী হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ক্যানিং থানার পিয়ালী স্টেশন এলাকা থেকে দলের কাজে রায়দিঘি এলাকায় নিযুক্ত হন। ১৯৮৩ সালে তিনি ঐতিহাসিক বাসভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কঙ্কনদিঘি এলাকায় যে চাষি আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল সেখানেও তিনি বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এবং রায়দিঘিতে হকার্স কর্ণারের দাবিতে আন্দোলনে তিনি সামনের সারিতে ছিলেন। এছাড়া নির্মাণ কর্মী সহ অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা নিয়ে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কমরেড অলোক নস্করের মৃত্যুতে দল গণআন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড অলোক নস্কর লাল সেলাম

বীরভূমে দলের মুরারই লোকাল কমিটির পূর্বতন সম্পাদক, শ্রমিক নেতা কমরেড ব্রজমাহন দাস ৬ নভেম্বর সকালে অসুস্থতা এবং বার্ধক্যজনিত কারণে ৭৭ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মুরারই থানা এলাকার কর্মী, সমর্থক, দরদি মানুষেরা সমবেত হয়ে মরদেহে মাল্যদান করে বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানান। সর্বভারতীয় শ্রমিক নেতা ও দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিংহ এবং দলের জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটকের পক্ষ থেকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

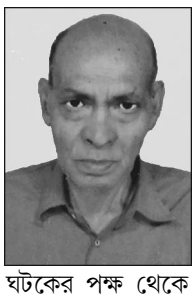

কমরেড ব্রজমোহন দাস ১৯৬৯ সালে দলের তৎকালীন বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড মাধব রায়চৌধুরীর মাধ্যমে দলের সাথে যুক্ত হন। প্রথমে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি, জঙ্গিপুর প্রভৃতি এলাকায় দলের কাজে যুক্ত ছিলেন এবং এই পর্বে একসময় তিনি জঙ্গিপুর লোকাল সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ৭৭-৭৮ সালে তিনি দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বীরভূমে পার্টির নিয়মিত কাজ করতে থাকেন। প্রধানত শ্রমিক ফ্রন্টের মধ্যেই বেশি সময় কাজ করেছেন এবং বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের নিয়ে বহু সফল আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। পতাকা বিড়ি কোম্পানি শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আত্মসাৎ করার বিরুদ্ধে বিড়ি শ্রমিকদের সংগঠিত করে শক্তিশালী আন্দোলন পরিচালনা করে দাবি আদায় করেন। এই আন্দোলনেই বিড়ি শ্রমিক মজিবুর রহমান পুলিশের গুলিতে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের সময় তিনি মুরারই লোকাল সম্পাদক নির্বাচিত হন। বয়স এবং শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে দীর্ঘদিন তিনি নিয়মিত দলের কাজ করতে পারতেন না। কিন্তু নানা সাংগঠনিক বিষয়ে খোঁজখবর নিতেন, পরামর্শ দিতেন, গভীর আবেগ প্রকাশ করতেন। অসুস্থ শরীর নিয়েও শেষবারের মতো প্রয়াত নেতা কমরেড মঙ্গল হেমরমের স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন। ২০ নভেম্বর রাজগ্রামে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের কর্মী-সমর্থক, পরিবারের সদস্য ও তাঁর বহু গুণমুগ্ধ মানুষ গভীর আন্তরিকতায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

তাঁর মৃত্যুতে দল পুরানো দিনের একজন বিশ্বস্ত সাথীকে হারাল, এলাকার শ্রমজীবী মানুষ হারাল অত্যন্ত সৎ শ্রমিক দরদি নেতাকে।

কমরেড ব্রজমোহন দাস লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দিবসে যুবকদের বাইক মিছিল কলকাতায়

৬ ডিসেম্বর, ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কালো দিনটিকে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দিবস' হিসাবে ঘোষণা করে এ আই ডি ওয়াই ও। সংগঠন এ দিন দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতায় বাইক মিছিলের আয়োজন করে। ৫০টি বাইকের মিছিল উদ্বোধন করেন এস ইউ সি আই (সি) কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী। পার্ক সার্কাস-বালিগঞ্জ-গড়িয়াহাট হয়ে রাসবিহারী মোড়ে মিছিল শেষ হয়। সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। তিনি দিল্লির কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে ৮ ডিসেম্বরের সর্বভারতীয় ধর্মঘটে সর্বাত্মক সমর্থনের ঘোষণা করেন।

১০০ দিনের কাজ ও বোরো চাষের খাল সংস্কারের দাবি

বোরো ধান চাষের মরশুম শুরু হচ্ছে। কিন্তু তমলুক ব্লকের পায়রাটুঙ্গি খাল সম্পূর্ণ মজে রয়েছে। ফলে চাষের জলের প্রচন্ড সমস্যা এবং বিরাট ক্ষতির আশঙ্কায় চাষিদের মাথায় হাত। সাথে অঞ্চলের নাসা খালগুলি সংস্কার করা দরকার। অপরদিকে লকডাউনে সাধারণ মানুষ কাজ হারিয়ে সংকটগ্রস্ত। ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পে অঞ্চলে কাজ হচ্ছে না। এই অভিযোগে ৪ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পিপুলবেড়্যা-২ অঞ্চলে বিক্ষোভ দেখায়। নেতৃত্ব দেন তমলুক লোকাল কমিটির সদস্য শিক্ষক শম্ভু মান্না, গুরুপদ মান্না, কার্তিক মান্না প্রমুখ।

সারদা মালিকের চিঠির তদন্ত দাবি

সারদা কোম্পানির মালিক সুদীপ্ত সেন জেল থেকে প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে চিঠি পাঠিয়ে বর্তমান এবং বিগত সময়ে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারে আসীন রাজনৈতিক দলগুলির কিছু নেতা সম্পর্কে টাকা নেওয়ার অভিযোগ নতুন করে এনেছেন। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এই সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য হাইকোর্টের কোনও প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক রূপম চৌধুরী। ৬ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি দাবি করেন, কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলি ৭ বছর তদন্ত করেও কেন একটি কোম্পানির ক্ষেত্রেও তদন্ত শেষ করতে পারেনি, সেই রহস্যকেও উদঘাটন করার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে সরকারকেই দায়িত্ব নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

কৃষকদের সমর্থনে সংহতি সপ্তাহ পালনের ডাক অ্যাবেকার

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)-র সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী ৪ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে কৃষক আন্দোলনে বিজেপি সরকারের দমন নীতির তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, কৃষি আইন বাতিল ছাড়াও জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল প্রত্যাহারও এই আন্দোলনের অন্যতম দাবি। তিনি বলেন, এই জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিলের বিরুদ্ধে অ্যাবেকার পক্ষ থেকে সব রাজ্য সরকারের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে ছিলাম। অ্যাসোসিয়েশন এই ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সংহতি জ্ঞাপন করে ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৩ ডিসেম্বর 'সংহতি সপ্তাহ' পালনের জন্য পশ্চিমবাংলার বিদ্যুৎগ্রাহকদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস স্মরণে

২৮ নভেম্বর বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক কমরেড ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস-এর ২০১তম জন্মদিবসে দলের শিবপুর সেন্টারে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

ডিজেল, পেট্রোল, রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বিক্ষোভ হয়। ছবি ঃ শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর

কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে দিল্লির সিংঘু বর্ডারে কৃষক সমাবেশে এআইডিএসও-র প্রতিনিধিরা

ধর্মঘটের দিন দিল্লির সিংঘু বর্ডারে কৃষক সমাবেশে যুব প্রতিনিধিরা। উপস্থিত ছিলেন এআইডিওয়াইও-র সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড প্রতিভা নায়ক

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com